প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১১ মে ২০১৭

গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাজধানী ঢাকার বনানীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের ঘটনা এবং আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও থানায় বিলম্বে অভিযোগ গ্রহণ করায় ব্লাস্ট এবং নারীপক্ষের তীব্র নিন্দা প্রকাশ

গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ রাজধানী ঢাকার বনানীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের ঘটনা এবং আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও থানায় বিলম্বে অভিযোগ গ্রহণ করায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও নারীপক্ষ গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে।

বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও গনমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখ বনানীর 'দ্য রেইন ট্রি' হোটেলে জনৈক তরুণ ব্যবসায়ী ও তার দুই বন্ধুকে নিয়ে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সেই তরুণ ব্যবসায়ী ও তার দুই বন্ধুর যোগসাজশে ধর্ষণের শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই শিক্ষার্থী। ঘটনা পরবর্তীতে সেইদিনের ধর্ষণের ঘটনার ধারণকৃত ভিডিও প্রকাশ করা হবে ধর্ষকদের এই ধরনের অব্যাহত হুমকির মুখে ঘটনায় ৩৯ দিন পর গত শুক্রবার ভিকটিমরা থানায় মামলা করতে গেলে প্রথম দফায় তাদের থানা থেকে বের করে দেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তবে পরের দিন গত ৬ই মে ২০১৭ তারিখ শনিবার সন্ধ্যায় (৪০ দিন পর) ভিকটিমরা বনানী থানায় অভিযুক্ত ৩ আসামী, তাদের ড্রাইভার ও দেহরক্ষীসহ ৫ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত আইন অনুসারে, সংশ্লিষ্ট থানায় ভিকটিমের অভিযোগ দ্রুততার সাথে গ্রহণপূর্বক পুলিশ কর্তৃক ভিকটিমদের প্রয়োজন অনুসারে সকল ধরনের নিরাপত্তা হেফাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও ঘটনার পর বিভিন্ন অযুহাতে পুলিশ কর্তৃক ভিকটিমের অভিযোগ নিতে দেরী করার যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তা প্রচলিত আইন পরিপন্থি।

এভাবে নারীদের ধর্ষণ, যৌন হয়রানী, লাঞ্ছনা করা, বৈষম্য প্রদর্শন, নারীর মর্যাদা ও সম্মানহানিতাদের সাংবিধানিক অধিকারের লংঘন এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ব্লাস্ট এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং দোষী ব্যাক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত ২০১৫ সালে ঢাকায় চলন্ত মাইক্রোবাসে গারো তরুণী গণ ধর্ষণ এর ঘটনা পরবর্তীতে মানবাধিকার সংগঠন নারীপক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জাতীয় আদীবাসী পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ব্লাস্ট কর্তৃক দায়েরকৃত একটি জনস্বার্থ রিট (রিট পিটিশন নং-৫৫৪১/২০১৫) আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৫ মে ২০১৫ তারিখ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং মাননীয় বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ এর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একটি রুল জারি করেন। রুলে গণ ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগের পর সময়মতো থানায় মামলা গ্রহণে দেরি হবার কারণ ব্যাখ্যা ও জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি আদালত যে কোন নারীকে আইনি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ ও জন্মস্থান প্রভৃতি বিষয়ে বৈষম্য না করা এবং ধর্ষণ মামলার এজাহার সময়মতো লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটানের সকল থানায় একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য আইজিপি এবং পুলিশ কমিশনারের প্রতি নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে বিগত ১০ই জুন, ২০১৫ ইং তারিখে, বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক, মহামান্য আদালতের দেয়া নির্দেশের প্রেক্ষিতে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কিত মামলাসমূহ যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আমলে নেয়ার আদেশ দিয়ে পরিপত্র নং- ০২/২০১৫ জারি করা হয়। কিন্তু বনানীর এই দুই শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের ঘটনায় উপরোক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে। ব্লাস্ট ও নারীপক্ষ এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে সুষ্ঠু বিচারের দাবী জানাচ্ছে। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশনা যথাযথ পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে।